ইনকিলাব
তারিখ AUG. 20 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

কওমী শিক্ষা সনদের স্বীকৃতি

দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী চলবে

—শায়খুল হাদীস

স্টাফ রিপোর্টার

বেফাকের অধীনে কওমী শিক্ষা সনদের স্বীকৃতির দাবীতে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক আহূত অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচীর ৪র্থ দিন গতকাল অতিবাহিত

কারণে আল্লামা আজিজুল হকের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। বর্তমান অব... চলতে থাকলে যে কোন সময় তাঁর অবস্থার অবনতি আশংকাজনক যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ আল্লামা আজীজুল হক সাংবা...

অবস্থান কর্মসূচী চলবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাষায় বলেছেন, বেফাকের অধীনে কওমী সনদের স্বীকৃতির দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি অবস্থান ও রাজপথ ছাড়বেন না। তাঁর কওমী সনদের দাবী নিয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দ, বেফাকসহ আঞ্চলিক বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা এবং মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এবং ওলামায়ে কেরামের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে শায়খুল হাদীসের অবস্থানস্থলে এসে তার কর্মসূচী ও দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করতে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের মিছিলের আগমন অব্যাহত ছিল। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে কেরাম এসে শায়খুল হাদীসের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কর্মসূচী ও দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। মিরপুর মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্সের ছাত্র-শিক্ষকগণ মিছিল করে প্রিন্সিপাল মুফতী দিলওয়ার হোসাইনের নেতৃত্বে মুক্তাঙ্গনে এসে অবস্থানে যোগ দেন।

অবস্থান চলাকালে গতকাল বিকেলে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে খেলাফত মজলিস ও ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মোঃ আবদুর রব ইউসুফী বলেন, গত ১০ আগস্ট কওমী সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে উত্তরাস্থ মেজবাহ ফাউন্ডেশনে ষড়যন্ত্রের নীল নকশার যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল আগামী ২১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে সেখানেও একই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করার চক্রান্ত চলছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকের কোন দাওয়াত এখন পর্যন্ত শায়খুল হাদীসের নিকট পৌছেনি। সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকের পূর্বে প্রাক বৈঠক করে আলোচনার সর্বসম্মত এজেন্ডা তৈরী করা না হলে শায়খুল হাদীস এবং তার পক্ষ থেকে কেউ এবং বেফাক অংশগ্রহণ করবে না। এরপরও বৈঠক হলে সে বৈঠকের সিদ্ধান্ত ওলামায়ে কেরাম মেনে নেবে না। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হুমায়ুন কবীর, ঢাকা মহানগর সভাপতি মাওলানা তাফাজ্জল হক আজিজ, সহ-সভাপতি মাওলানা খোরশেদ আলম কাশেমী, মাওলানা মামুনুল হক, মাওলানা জালালুদ্দিন।

অবস্থান স্থলে সংহতি প্রকাশ করতে এসেছিলেন পাবনার জামেয়া আশরাফিয়ার মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, ময়মনসিংহের মাখজানুল উলুম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুর রহমান, মাদ্রাসাতুল হিকমার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবু সালেহ রাহমানী, সিরাজগঞ্জের বেতুয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদুল আলম, রাজবাড়ীর ডাণ্ডারিয়া দরবারের পীরছাহেব মাওলানা মোজাম্মেল হক, হিযবুত তাহরীর প্রধান সমন্বয়কারী মহিউদ্দীন, তাহরিকে ওলামার